মুন্সীগঞ্জের সবার প্রশ্ন

তিন ফসলি জমিতে ইপিজেড কেন

মীর নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল

মুন্সীগঞ্জের শস্যভাণ্ডার গজারিয়ার পাঁচ শ বিঘার বিলে বছরে ফসল ফলে তিনবার। তিন ফসলি এ জায়গাটিতেই রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেপজা। মেঘনা রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল-এমইপিজেড স্থাপনে প্রাথমিকভাবে এ জমিটুকু নির্বাচন করা হয়েছে। এ খবরে ক্ষুব্ধ এখানকার কৃষক। এখানে শস্য ফলিয়ে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকা কৃষি পরিবারগুলোর অকৃষি খাসজমি বা অপেক্ষাকৃত কম ফসল হয় এমন জমিতে ইপিজেড করার দাবি জানিয়েছে। স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া গেলে প্রায় ১০টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের ক্ষেতের ফসল বেঁচে যাবে।

জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় বেজপা প্রতিনিধিদের কাছে বিকল্প জায়গার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী জেলার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সংশ্লি-ষ্টদের নিয়ে সরেজমিন ঘটনাস্থল ঘুরে বিকল্প হিসাবে মেঘনা-গোমতী সেতুর কাছে এটি করার বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপন করলেও বেপজা অনড়।

এদিকে জমির মালিক ও কৃষকরা তিন ফসলি জমি রক্ষায় 'গজারিয়া তিন ফসলি জমি রক্ষা কমিটি' গঠন করেছে। তারা ইতোমধ্যে সেনাপ্রধানসহ স্থানীয় প্রশাসনের কাছে ফসলি জমির গুরুত্ব তুলে ধরে স্মারকলিপি দিয়েছেন। কমিটির আহ্বায়ক মোঃ শাজাহান খান বলেন, জাতীয় স্বার্থেই এই শস্যভাণ্ডার নষ্ট করা ঠিক হবে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক যতীন্দ্র চন্দ্র মোদক বলেন, এই জমিতে আলু, তিল, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা, ভুট্টা, মাষকলাই ও বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়। এখানকার উৎপাদনের গড় হারও ভালো। প্রতিবিঘা জমিতে ৩৫-৪০ মণ বোরো ধান ও ৮০-১০০ মণ আলু হয়। গজারিয়া উপজেলার ভিটিকান্দি, আলুপুরি, পৈক্ষারপাড়, দড়িকান্দি, উমেরকান্দি ও মীরেরগাঁ মৌজার অংশবিশেষ এই পাঁচ শ একর তিন ফসলি জমি নির্বাচন করা হয়েছে প্রস্তাবিত এমইপিজেডের জন্য।

সরেজমিন বিল ঘুরে দেখা গেছে, থোকা থোকা বোরো ধান। জমিতে সবুজ মরিচ গাছে বাহারি মরিচের মেলা। ভিটিকান্দি গ্রামের ইব্রাহিম প্রধান (৬৬) বলেন, 'এই জমি নিয়া গেলে আমরা বাঁচুম কেমনে, এই ফসল আমাগো বাঁচাইয়া রাখছে বাপ দাদাগো আমল থেইক্যা। আমাগো ১১ কানি জমির সবই নিয়া যাইতে চাইছে।' খোরশেদ আলম (৪০) প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও মাথায় গামছা পেঁচিয়ে লোকজন নিয়ে বোরো ধান কাটছেন। প্রচুর ধান হয়েছে। তার একবিঘা জমির ধান বাড়িতে উঠে গেছে সেখানে ধান পেয়েছেন ৪০ মণ। তারপরও মুখে হাসি নেই। কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, 'আমাগো কপালে সুখ বেশি দিন সয় না ভাই। এখানে ইপিজেড অইলে স্বপ্ন খান খান হইয়া যাইবো। পারলে বাঁচান ভাই।' আনারপুরার ছামসুল হক বললেন, 'এই খানের জমি উর্বর বেশি। আর ফসল তিন থেইক্যা চাইরটা করন যায়। এই জন্যই এই বিলের নাম তিন ফসলি বিল।'

ছামসুল হক জমিতে বর্ষার পানি শুকাতেই কলাই ও মাষকলাই বুনেছেন। তা উঠতেই তিল। তিলও ঘরে উঠে গেছে। জমিতে এখন আউশ আর আমন ধানের সুবজ মেলা। বর্ষার পানি আসতেই আউশ কেটে নেওয়ার পর জমিতে থাকবে আমন। এই আমন কাটা হবে বর্ষার শেষ দিকে। আবদুল বাতেনের জমির পাশাপাশি বাড়িও পড়েছে। তিনি একেবারেই ভূমিহীন হবেন। তার মতো ভূমিহীন হওয়ার শঙ্কা কয়েক শ কৃষকের। ছামসুল বলেন, আমরা ইপিজেডের বিপক্ষে না। তয় কথা হইছে আশপাশে বালুর চরসহ কত জমি খালি পইড়া আছে, সে জায়গায় করুক।

গজারিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল লতিফ বলেন, এই এমইপিজেড বিকল্প জায়গায় সরিয়ে নেয়া উচিত। জেলা প্রশাসক মনির উদ্দিন বলেন, জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিয়েই আমরা বিকল্প চেষ্টায় আছি। এই নিয়ে সরেজমিন গিয়ে মেঘনা-গোমতী সেতুর কাছে বিকল্প স্থান হিসেবে আমরা যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেটির খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছে সরকার। আমরা এর উপযোগিতার বিবরণ তৈরি করছি।

এ প্রসঙ্গে 'গজারিয়া তিন ফসলী জমি রক্ষা কমিটি' আহ্বায়ক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শাজাহান খান বলেছেন, 'আমরা ইপিজেড চাই। তবে এমন ফসলি জমিও নষ্ট করতে চাই না। যেই জমিতে সোনার ফসল ফলছে আল-হর এই রহমত নষ্ট করতে আমরা দিব না। যে কোনও মূল্যে প্রতিরোধ করবই। কলকাতায় নন্দীগ্রামবাসী পারলে আমরা পারব না কেন।' স্থানীয় শিক্ষক জসিম উদ্দিন বলেন, আদমজীসহ দেশের অন্যান্য স্থানে ইপিজেড হয়েছে। সেগুলোই ঠিকমতো চালু হয়নি। সেগুলো চালু না করেই কৃষিজমি নষ্ট করার যৌক্তিকতা নেই।